সংবাদ

তারিখ ... 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ ছাত্র গ্রেফতার

W-Y ট্যাবলেট, নীল সিডি, মোবাইল ফোন, ডলার ও ৩ লাখ ২১ হাজার টাকা উদ্ধার

উর রশীদ ॥ নেশার সর্বাধুনিক W-Y ট্যাবলেট নগরীর
তরুণ-তরুণীর একাংশকে গ্রাস
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্যাংকক থেকে
লেট অবৈধভাবে আসছে। বুধবার
থেকে জুয়েলকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ধনাঢ্য পরিবারের ৩ তরুণকে

নেশা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

নেশা ঃ ট্যাবলেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রামপুরার বনশ্রী এলাকা থেকে গ্রেফত
করে। তাদের কাছ থেকে ৪শ' ৫
উত্তেজক W-Y ট্যাবলেট, নগদ ৩ ল
২১ হাজার টাকা ৫শ' ডলার, নীল সি
সিডি প্লেয়ার, ভিসিপি ও ৫টি মোবাই
ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রা
তাদের বনশ্রী ডি ব্লকের ৩২ নম্বর বা
থেকে গ্রেফতার করা হয়। ৩ জনে
রোববার ১ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নে
হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে
মহা-পরিচালক মোহাম্মদ সালা
জানিয়েছেন, একটি শক্তিশালী চক্র
বাংলাদেশে নেশার সর্বাধুনিক উপকরণ W-
Y ট্যাবলেট ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি আশ
করেন, শিগ্‌গিরই পুরো চক্রটিকে আটব
করা সম্ভব হবে।

শনিবার রাতে গ্রেফতারকৃতরা হলো মুশফিকুর রহমান তমাল, পিতা-মজিবুর রহমান, বারিধারা গুলশান, একরামুল হক ইমরান, পিতা- মোজাম্মেল হক, বনানী এবং সোমনাথ সাহা বাপ্পি, পিতা-বাদল সাহা, বনশ্রী। এর আগে বুধবার শফিকুর রহমান জুয়েলকে গুলশান থেকে গ্রেফতার করা হয়। বাপ্পি, তমাল ও ইমরান নিজেদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইইউবির বিবিএ'র ছাত্র বলে দাবি করেছে। তমালের বাবা মজিবুর রহমান গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, বাপ্পি ও ইমরানের বাবাও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। বাপ্পির বাবা চিত্রপরিচালক বলে জানা গেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টিম তমালের একটি পাসপোর্টও আটক করেছে। তমাল জানায়, সে পড়াশোনার জন্য আমেরিকাও গিয়েছিল। অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, চলতি মাসেই গ্রেফতারকৃতরা বনশ্রী ডি ব্লকের ৩২ নম্বর বাড়ির ৩য় তলা ভাড়া নেয়। ৩ রুমের এ বাসাটি তারা নেশা ও নীল বার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভাড়া নেয়। বাপ্পি, ইমরান ও তমাল এ নীল বারের তত্ত্বাবধান করত। নগরীর অভিজাত এলাকার তরুণ-তরুণীরা এখানে এসে নেশা করত ও নীলছবি দেখত। বুধবার গ্রেফতারকৃত জুয়েল তাদের বন্ধু। অন্যদিকে বাপ্পি এ বাসায় একটি মেয়েকে নিয়ে লিভ টুগেদার করত। শনিবার রাতে মেয়েটি বনশ্রীর বাসায় ছিল না। বাপ্পির ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকারও জব্দ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, একটি সংঘবদ্ধ চক্রের নেতৃত্বে আধুনিক নেশার উপকরণ W-Y ট্যাবলেট বিক্রি ও নীল বার নগরীতে গড়ে তোলা হয়েছে। অভিজাত এলাকা ছাড়াও এ রকম আরও অনেক অবৈধ মাদক ব্যবসা ও নীল বার গড়ে উঠেছে। নগরীতে এ উত্তেজক ট্যাবলেটের ব্যবসা একটি চক্রই নিয়ন্ত্রণ করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, W-Y ট্যাবলেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্যাংকক থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে মাদক চোরাকারবারিরা বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এরপর নগরীর অভিজাত তরুণ-তরুণীদের একাংশের হাতে চলে যায়। এর প্রতিটি ট্যাবলেট ৫ থেকে ৮শ' টাকা বিক্রি করা